গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিল নং----------, ২০২২

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিতপূর্বক সংশোধণসহ উহা পুন:প্রণয়ন ও সংহত করিবার নিমিত্ত আনীত

বিল

'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক জারিকৃত একটি অধ্যাদেশ। বাস্তবতার নিরীখে জারিকৃত এ অধ্যাদেশটি সুদীর্ঘদিন যাবত আইন আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার কলেবর ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলে নিবন্ধন প্রদান ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা অনুভূত হয় এবং অধ্যাদেশটি যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদকরণের কাজ হাতে নেয়া হয়। যেহেতু দীর্ঘদিনের পুরাতন 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' রহিতপূর্বক উহার পুন:প্রণয়ন করিবার লক্ষ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেইহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ নতুন আইন প্রণয়ন করা হইল-

" স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২"

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ-

(১) এই আইন 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২' নামে অভিহিত হইবে;
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে; এবং
(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে নিম্নরুপ বুঝাইবে-

(১) **নিরীক্ষক (Auditor)'** অর্থ বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অর্ডার (১৯৭৩ সনের ২ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ) অনুযায়ী অডিট ফার্ম;
(২) **'অনুদান বা চাঁদা'** অর্থ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, এজেন্সি, সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা,ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন সমাজকল্যাণ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নগদ বা অন্য কোনোভাবে প্রদত্ত চাঁদা বা অনুদান বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(৩) **'অলাভজনক প্রতিষ্ঠান'** অর্থ কোনো সংস্থা, যাহার কোনো আয় সংস্থার সদস্য বা অন্য কাহারও মধ্যে বিতরণ করা যাইবে না। উক্ত আয় কেবল সমাজকল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করা যাইবে ।
(৪) **'কার্যনির্বাহী পরিষদ'** অর্থ এই আইনে নিবন্ধিত কোনো সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত পরিচালনা পরিষদ;
(৫) **'কার্যক্রম'** অর্থ এই আইনের তপশিলে বর্ণিত কার্যক্রম;
(৬) **'গঠনতন্ত্র'** অর্থ সংস্থার গঠনতন্ত্র যাহা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত;
(৭) **'তপশিল,** অর্থ এই আইনের তপশিল;
(৮) **'ধারা'** অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;
(৯) **'নির্ধারিত'** অর্থ প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(১০) **'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ'** অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;
(১১) **'নিবন্ধিত'** অর্থ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত;
(১২) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;
(১৩) **'বেসরকারি সংস্থা বা Non-Government Organisation (NGO)** অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সংস্থা এবং কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংস্থা বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অধীনে নিবন্ধিত বা ইহার অন্তর্ভুক্ত;
(১৪) **'মহাপরিচালক'** অর্থ সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক;
(১৫) **'রাষ্ট্র মালিকাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক'** অর্থ Bangladesh Bank Order (P.O.No.127 of 1972) এর Article 2(J) অনুযায়ী রাষ্ট্র মালিকাধীন তফসিলি ব্যাংক;
(১৬) **'রেজিস্টার'** অর্থ এই আইনের অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টার বা নিবন্ধন বহি;
(১৭) **'সনদ'** অর্থ নিবন্ধিত সংস্থার অনুকূলে জারিকৃত নিবন্ধন সনদ;

(১৮) **স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা বা Voluntary Social Welfare Organisation (VSO)'** অর্থ তফশিলে বর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং জনগণের চাঁদা, দান, অনুদান বা সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল কোনো অলাভজনক অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা অনুরুপ কোনো প্রতিষ্ঠান; এবং

(১৯) **'সংস্থা'** অর্থ কোনো স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, সংগঠন, ফোরাম, সমিতি, ফাউন্ডেশন, শিশুসদন, ট্রাস্ট, 'বিশেষ বিদ্যালয়' পাঠাগার বা উহার কোনো শাখা, যাহা সমাজকল্যাণ বা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সহিত যুক্ত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, সংস্থার নামে যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই শুধুমাত্র সংস্থার সম্পদ হিসেবে গণ্য হইবে।

(২০) **প্রশাসক/তত্বাবধায়ক পরিষদ :** প্রশাসক বা তত্বাবধায়কমন্ডলী বলিতে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে যিনি বা যাহারা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন।

৩। **নিবন্ধন ব্যতীত কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা বা অব্যাহত রাখা-(১)** এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নয় এমন কোন সংস্থা /সমিতি/সংগঠন অত্র আইনের তপশিল বর্ণিত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে বিবেচিত হবে না এবং অনুরূপ সংস্থার সাথে অত্র অধিদফতরের কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১' এর অধীন নিবন্ধিত সকল সংগঠন এই আইনে নিবন্ধিত বিদ্যমান সংস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

৪। **নামের ছাড়পত্র গ্রহণ-** (১) কোনো ব্যক্তিবর্গ বা সমষ্টি কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে বা কোনো ব্যক্তিবর্গ বা সমষ্টি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোনো সংস্থা চালু রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বা তাহাদেরকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে;

(২) নামের ছাড়পত্র প্রদানের পর অথবা নিবন্ধিত সংস্থার নামে কোন ধরনের অগ্রহণযোগ্য শব্দ পাওয়া গেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত সংস্থার নামের ছাড়পত্র বাতিল/ নামের আংশিক পরিবর্তন করার এবং উক্ত সংস্থাকে নূতন নামের ছাড়পত্র গ্রহণ করার বিষয়ে আদেশ দিতে পারিবে। উক্ত সংস্থা এ আদেশ মানিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। নিবন্ধনের জন্য আবেদন-

(১) ধারা ৪-এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি নামের ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নির্ধারিত ফি এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১-এর বিধি ১৮ (আ) অনুযায়ী নিবন্ধন ফি আদায়ের সময় প্রযোজ্য হারে মূসক কর্তন ও কর্তনকৃত মূসক যথাযথ কোডে সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন পাইবার পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে উহা মঞ্জুর করিবেন অথবা নামঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত আবেদনকারী ব্যক্তি বা সমষ্টিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন;

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আবেদন মঞ্জুর করিলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রমিকসহ (নিবন্ধন নম্বর) একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(৪) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপধারা (৩)-এর অধীন প্রদত্ত সনদ সম্পর্কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি রেজিস্টার/নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) নিবন্ধন কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার:

ক) এই আইনের আওতায় সকল প্রকার নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবা কার্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যাইবে;

খ) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তথা নাগরিক পর্যায়ের সময়, খরচ, যাতায়াত যতদূর সম্ভব কমিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নির্ভর সামঞ্জস্যপূর্ণ (Compatible) সফটওয়্যার ব্যবহার করা যাইবে;

গ) কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ডোমেইন বেইজড ই-মেইল, সরকারি ওয়েব সাইট এবং ভেরিফাইড স্যোসাল মিডিয়া পেইজ থেকে জারীকৃত পত্র বা নিদের্শনা বা ই-বিজ্ঞপ্তি সমূহ সঠিক এবং বৈধ হিসেবে গণ্য করা যাইবে;

(৬) নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থা ১০ বছর পরপর নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের আবেদন করিবে।

৬। অন্য কোনো আইনের আওতায় নিবন্ধিত সংস্থার নিবন্ধন- অন্য কোনো আইনের আওতায় নিবন্ধিত কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতায় নিবন্ধন করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, আবেদিত সংস্থার কার্যক্রম এ আইনের ধারা ২ এর উপধারা ১৮ ও ১৯ এর সংজ্ঞা এবং তপশিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। সংস্থাটির বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পদসমূহ এ আইনের বিধান মতে হস্তান্তরিত হইবে।

৭। নিবন্ধিত সংস্থার গঠনতন্ত্র ও উহার সংশোধন ইত্যাদি-(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সংস্থার একটি গঠনতন্ত্র থাকিবে, যাহা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে;

(২) নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময় নির্ধারিত ফরমে গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে;

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ধারা ৫-এর উপধারা (৩) অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ প্রদানের সময় অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের অনুলিপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন; এবং

(৪) সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্রে বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থার সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে সংস্থা কর্তৃক আবেদনের মাধ্যমে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নিবন্ধিত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোনো সংশোধনই বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও অনুমোদন ইত্যাদি-

(৮) প্রত্যেকটি নিবন্ধিত সংস্থার নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথায় কার্যকরি কমিটি যথাযথভাবে গঠিত নয় বলে বিবেচিত হইবে।

৯। কার্যএলাকা সম্প্রসারণ-

(১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনের সময় সংস্থার কার্যএলাকা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান কার্যএলাকার উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় একাধিক জেলায় কার্যএলাকা নির্ধারণ করা যাইবে এবং নিবন্ধনের পর এসব সংস্থার কমিটি অনুমোদনসহ অন্যান্য দাফতরিক কার্যক্রম অধিদফতরের কার্যক্রম শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হইবে;

(২) নিবন্ধিত সংস্থা নিবন্ধনের সময় নির্দিষ্টকৃত কার্যএলাকার বাহিরে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করিতে হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(৩) সংস্থা নিবন্ধনের পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে এলাকা সম্প্রসারণের জন্য মহাপরিচালক বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা যাইবে; এবং

(৪) মহাপরিচালক বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপধারা (৩)- এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যএলাকা সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনকারী সংস্থাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন জনস্বার্থে কর্মএলাকার বাইরের দুর্যোগকবলিত এলাকায় কাজ করিতে চাইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক অবহিত করিয়া কর্মসম্পাদনের পর বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। সংস্থার নাম পরিবর্তন বা সংশোধন কিংবা একীভূতকরণ-

(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে সংস্থার সাধারণ সভায় সংস্থার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উহার নাম পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে; এবং

(২) কোনো সংগঠনের নামের পরিবর্তন বা সংশোধন উহার পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচালিত কোনো আইনগত মামলায় উক্ত সংগঠনের অধিকার বা দায়-দায়িত্বের উপর কোনো প্রভাব ফেলিবে না।

(৩) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দুই বা ততোধিক সংস্থা একীভূত করা যাইবে ।

(৪) উপধারা ১, ২ ও ৩ এর যে কোনটি সম্পাদন করার জন্য অনুমোদিত গঠনতন্ত্রে বিষয়টি উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১১। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) তপশিল এ বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ধারা ৫ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী সংস্থার নিবন্ধন সনদ প্রদান এবং ক্ষেত্রমত নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশকরণ;

(খ) সংস্থার কার্যএলাকা নির্ধারণ;

(গ) সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও সংশোধন;

(ঘ) লিয়াজোঁ অফিস ও শাখা অফিস খোলার অনুমতি প্রদান, ক্ষেত্রমত সুপারিশকরণ;

(ঙ) কার্যএলাকা সম্প্রসারণের সুপারিশকরণ;

(চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদন;

(ছ) সংস্থার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষেত্রমত, সুপারিশকরণ;

(জ) সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষন (Monitoring), ক্ষেত্রমত হিসাব পরীক্ষা;

(ঝ) সংস্থা একীভূতকরণ;

(ঞ) মহাপরিচালক বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ;

(ট) উপরিউক্ত বিষয়াদি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) প্রশাসক নিয়োগ বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ গঠন;

(ড) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঢ) নির্ধারিত ও সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(ণ) ১০ বছর পরপর সংস্থার নবায়নকরণ;

১২। সংস্থার পালনীয় শর্তাবলী-

(১) নিবন্ধিত সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ হইবে,

যথা: নির্ধারিত পদ্ধতিতে

(ক) বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রতিবেদন প্রণয়ন, হিসাব নিরীক্ষাকরণ, সংরক্ষণ, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ;

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ;

(গ) সংস্থার বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ;
(ঘ) ১০ বছর পরপর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে নবায়নের আবেদনকরণ;
(ঙ) নির্ধারিত এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য শর্তাবলি;

১৩। দলিলপত্র দর্শন ও প্রতিলিপি সংগ্রহ- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় বা জনস্বার্থে অন্যদের জানানো সমীচীন নহে, এইরূপ ব্যতীত নিবন্ধিত

সংস্থার যে কোন দলিল, নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে, যে-কোন ব্যাক্তি উহা দর্শন বা উহার প্রতিলিপি বা অংশ বিশেষ সত্যায়িত আকারে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪। **কার্যনির্বাহী পরিষদ বরখাস্তকরণ অথবা নিবন্ধিত সংস্থার কার্যাবলী স্থগিতকরণ**- (১) যদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন যে, কোনো নিবন্ধিত সংস্থা উহার তহবিল সংক্রান্ত কোনো অনিয়মের জন্য বা উহার কর্মকান্ড পরিচালনার অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী বা এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি বা উহার গঠনতন্ত্র বা এতদবিষয়ে জারিকৃত সরকারি আদেশাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে বা কোনো সংস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশ বিরোধী নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সহিত জড়িত হইয়াছে বা দেশের সংবিধান বা প্রচলিত আইনের পরিপন্থি কর্মকান্ডে লিপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ বা কাযনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য বা সুনির্দিষ্টভাবে দায়ী সংস্থার কোনো সদস্যকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া বরখাস্ত করিতে বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এক বা একাধিক কর্মকান্ড স্থগিত করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ বরখাস্ত করা হইলে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক নিয়োগ করিবেন বা অনধিক ৫(পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত প্রশাসক বা ক্ষেত্রমতে তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ সংস্থার

গঠনতন্ত্র-অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির ন্যায় সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইবেন।

(৩) উপধারা (১)-এর আওতায় কোনো সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য বা অন্য কোনো সদস্যকে বরখাস্ত করা হইলে সংস্থা প্রয়োজনবোধে উক্ত ব্যক্তির স্থলে গঠনতন্ত্র-অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় অন্যকোন সদস্যকে কো-অপ্ট করিতে এবং যথাযথ সংশোধনের মাধ্যমে এক বা একাধিক স্থগিত কর্মকান্ড নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে চালু করিতে পারিবে।

(৪) যে কাযনির্বাহী পরিষদ বা সংস্থার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে উপধারা (১) অনুযায়ী আদেশ জারি করা হইয়াছে সেই কাযনির্বাহী পরিষদ বা সদস্য আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত আপিল কমিটির নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল কমিটি আপিল দায়েরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন। আপিল কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(৫) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে বা যদি আপিল কমিটি সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ বরখাস্তকরণ বা কর্মকান্ড স্থগিতকরণ সংক্রান্ত নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশ বহাল রাখেন, তাহা হইলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ আপিল কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে কাযনির্বাহী পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) যদি প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ গঠনে ব্যর্থ হন, তবে ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ কর্তৃক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রতিবেদন যথাযথ বিবেচনা করিলে প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদের মেয়াদ পুনরায় যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে বা নতুন প্রশাসক বা তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ নিয়োগ/গঠন করিতে পারিবেন।

১৫। **নিবন্ধিত সংস্থার নিবন্ধন বাতিল ও সংস্থার বিলুপ্তি**- (১) যদি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোনো

নিবন্ধিত সংস্থা উহার গঠনতন্ত্র বিরোধী বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিসমূহের পরিপন্থি বা জনগণের স্বার্থ বিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বা দেশের সংবিধান বা প্রচলিত আইনের পরিপন্থি কোনো কার্য করিতেছে, তাহা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উক্ত সংস্থাকে নিজ বিবেচনায় সংগতকারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট তৎসম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর সরকার যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা প্রয়োজন বা সংগত, ইহা হইলে আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংস্থাটির নিবন্ধন বাতিলের আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী কোন সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইলে, নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে।

(৪) কোন সংস্থা নিবন্ধন প্রদানের সময় যদি কোন মিথ্যার আশ্রয় বা কোন তথ্য গোপন করে নিবন্ধন গ্রহণ করেছে বলে উপযুক্ত তদন্তে প্রমানিত হয়, সেক্ষেত্রেও সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে।

(৫) ১০ বছর পরপর নির্ধারিত পদ্ধতিতে নবায়নের আবেদন না করলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংস্থাটি বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **নিবন্ধিত সংস্থার স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি**-(১) কোনো নিবন্ধিত সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ বা উহার সদস্যগণ এই আইনের বিধানাবলি পরিপালন ব্যতীত উহার বিলোপ সাধন করিতে পারিবে না।

(২) এতদুদ্দেশ্যে আহুত কোনো সংস্থার সাধারণ সভায় সংস্থার মোট সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য যদি সংস্থাটি বিলুপ্তির পক্ষে প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তাহা হইলে সংস্থাটির সদস্যগণ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদন পত্রটি পরীক্ষা করিয়া নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ তাহার সন্তুষ্টিক্রমে সুপারিশসহ সংস্থাটি বিলুপ্তির জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া মহাপরিচালক যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংস্থাটির বিলোপ সাধন সংগত, তাহা হইলে সংস্থার নিবন্ধন বাতিলসহ বিলুপ্তির অনুমোদন প্রদান করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদেশ জারি করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) অনুযায়ী অনুমোদন করিবার পর সংস্থার কাযনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক সংস্থার সম্পত্তি, দাবি, দায়-দায়িত্ব নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবার পর, কাযনির্বাহী পরিষদ সংস্থার সমুদয় সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি উল্লেখ করিয়া একটি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৭) উপধারা (৬) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করিবেন যে, প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোন দাবিদার বা পাওনাদার বা সংস্থার কোন সদস্যের নিকট হইতে কোনো অভিযোগ পাওয়া না গেলে সংস্থাটি এই ধারার বিধানসাপেক্ষে বিলুপ্ত হইবে।

(৮) উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৩(তিন) মাসের মধ্যে কোন অভিযোগ পাওয়া না গেলে এবং এই ধারা অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তির (যদি থাকে) বিলি বন্দোবস্ত হইবার পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ উপধারা (৪) অনুযায়ী আদেশ মতে সংস্থাটির চূড়ান্ত বিলুপ্তি নিশ্চিত করিয়া আদেশ জারি করিবেন এবং আদেশ জারির তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে বিলুপ্তির তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

১৭। **সংস্থা বিলুপ্তির ফলাফল**-(১) যেইক্ষেত্রে এই আইন অনুযায়ী কোনো সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে যেই তারিখ হইতে উহার

নিবন্ধন বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে, সেই তারিখে এবং সেই তারিখ হইতে সংস্থাটির বিলুপ্তি ঘটিবে ।

(২) কোন সংস্থার বিলুপ্তির পর উহার যাবতীয় সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং বিধি মোতাবেক মহাপরিচালক বর্ণিত সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত করিবেন।

১৮। **আপিল**-(১) ধারা ৬ এর উপধারা (২) অনুযায়ী নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখাত হইলে বা ধারা ১৫ অনুযায়ী নিবন্ধন বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সংস্থা কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৯- এর উপধারা (৪) অনুযায়ী কার্যএলাকা সম্প্রসারণের আদেশ প্রত্যাখান করা হইলে বা ধারা ১৫ অনুযায়ী কোন সংস্থার নিবন্ধন বাতিল ও সংস্থা বিলুপ্ত হইলে মহাপরিচালকের আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করা যাইবে।

(৩) সরকার, ক্ষেত্রমতে মহাপরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল দায়েরের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার, ক্ষেত্রমতে মহাপরিচালক তাহার সন্তুষ্টিক্রমে প্রয়োজনে তদন্ত অনুষ্ঠানসাপেক্ষে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) সরকার, ক্ষেত্রমতে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা কার্যকর করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সংস্থা কর্তৃপক্ষের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বা উচ্চ আদালতে প্রতিকার পাইবার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

১৯। **শাস্তির বিধান**- (১) সংস্থার কোন সদস্য বা কাযনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বা জনস্বার্থ বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত বলিয়া প্রমাণিত হয় বা এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধি অথবা বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ অমান্য করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইনের আওতায় নিবন্ধনের আবেদনপত্রে বা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত বা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত কোনো সাধারণ তথ্য ও বক্তব্যে বা কোনো প্রতিবেদনে কোনো অসত্য বক্তব্য বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কাযনির্বাহী পরিষদের উক্ত সদস্য অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক বা সরকার বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা আমলে লইবে না।

(৩) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কিংবা তার নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে বা সৎ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা দায়ের বা অন্যবিধ আইনানুগ কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করা যাইবে না।

(৪) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার বা সরকারের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যক্তি আর্থিক অনিয়মের কারণে সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রতি সংক্ষুব্ধ হলে আদালত মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

২০। **তপশিল সংশোধন করিবার ক্ষমতা**- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমাজকল্যাণমূলক কার্যের যে কোনো শাখা তপশিলভুক্ত করিবার বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য তপশিল সংশোধন করিতে পারিবেন।

২১। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**-সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো সংস্থা বা সংস্থার শ্রেণিবিশেষকে এই আইনের সকল বা কোনো বিশেষ বিধানের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২২। **ক্ষমতা অর্পণ**- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা সাধারণভাবে বা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তে উহার
যে কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **নির্বাহী আদেশ জারি**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রয়োজনে সময়ে সময়ে নির্বাহী আদেশ জারি করিতে পারিবে।

২৫। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**- এই আইনের কোনো বিশেষ বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, তা দূর করিতে পারিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত-**
(১) 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল;

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশ এর আওতায় যেইসকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই আইনের অধীনে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইন জারির তারিখ হইতে অনিষ্পন্ন কার্যাদি যতদূর সম্ভব এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফশিল {ধারা ২ (৭) দ্রষ্টব্য}

(০১) শিশু অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন;
(০২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া, বেদে, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন;
(০৩) প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;
(০৪) নারী অধিকার সুরক্ষা, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন;
(০৫) প্রবীণ অধিকার সুরক্ষা ও পুনর্বাসন;
(০৬) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সংঘাতে আসা শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়ন;
(০৭) যুবকল্যাণ ও উন্নয়ন;
(০৮) কারামুক্ত কয়েদিদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
(০৯) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
(১০) মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য, রোগীকল্যাণ ও পুনর্বাসন;
(১১) অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি;
(১২) পরিবারকল্যাণ ও উন্নয়ন;
(১৩) দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনা;
(১৪) স্বাস্থ্য শিক্ষা/স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য গবেষণা;
(১৫) পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, সামাজিক বনায়ন এবং বনায়ন;
(১৬) পাঠাগার, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সৃজন বা উন্নয়ন;
(১৭) সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা;
(১৮) মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন;
(১৯) প্রান্তিক অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টির উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
(২০) আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পশুপালন/হাঁস-মুরগী পালন/মৎস্য চাষ/মৌমাছি চাষ/রেশম চাষ ইত্যাদি;
(২১) সামাজিক ও জনসংগঠন;
(২২) কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষক উন্নয়ন;

(২৩) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
(২৪) সংবিধান ও আইন স্বীকৃত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন;
(২৫) আইনগত শিক্ষা ও সহায়তা;
(২৬) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ;
(২৭) সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাডভোকেসি;
(২৮) সমাজকল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক গবেষনা, সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম;
(২৯) যৌতুক ও বাল্য বিবাহ নিরোধ;
(৩০) মানব পাচার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও পাচার হইতে উদ্ধারকৃতদের পুনর্বাসন;
(৩১) সড়ক ও শিল্প দূর্ঘটনায় আহত ও যে-কোনো ধরনের দগ্ধ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন;
(৩২) বিপদগ্রস্ত প্রবাসীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
(৩৩) সামাজিকভাবে বিপথগামী ব্যক্তিদের সংশোধন ও পুনর্বাসন;
(৩৪) শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক অনাচার দূরীকরণ;
(৩৫) ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই পুষ্টির প্রসার;
(৩৬) টেকসই উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
(৩৭) অভিঘাত সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো নির্মাণ অ্যাডভোকেসি;
(৩৮) দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষানবিশি, তথ্যপ্রযুক্তি, জবাবদিহি এবং ইন্টানশিপ প্রশিক্ষণ; এবং
(৩৯) সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন।